Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 28-07-2026 18:12 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১১ শ্রাবন্ ।। ১৪৩৩।। মঙ্গলবার ২৮ জুলাই ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৪১১ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

ককরোচ', 'ই-২০'র পর এবার 'রিজার্ভেশন হটাও আন্দোলন'! ইনস্টাগ্রামে ৫০ লক্ষ পার ফলোয়ার্স

টানা ১৩ দিন ইরানে হামলার পর হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ ট্রাম্পের!

পুজোর আগেই ১৪ হাজার কনস্টেবল নিয়োগ! পুলিশি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে বড় বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

# পুলিশ-প্রশাসনে বড়সড় রদবদল, বদলি ৩৬ জন ডব্লিউবিসিএস অফিসার

**নয়া জামানা ঃ** রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনিক মহলে একগুচ্ছ পদে বড়সড় রদবদল করল রাজ্য সরকার। সোমবার রাতে জারি হওয়া নির্দেশিকায় মোট ৩৬ জন ডব্লিউবিসিএস অফিসারকে বদলি করা হয়েছে। তাঁদের প্রত্যেককে নতুন পদে নিয়োগ করা হয়েছে। নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত অফিসারকে অবিলম্বে নিজেদের নতুন কর্মস্থলে গিয়ে যোগদান করতে হবে।শুধু প্রশাসনিক স্তরেই নয়, পুলিশ প্রশাসনেও এ দিন বড় ধরনের রদবদল করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশে ৩১ জন ইন্সপেক্টর পদে বদলি করা হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্যের আটটি মহিলা থানার আইসি (ইনচার্জ)-ও বদল করা হয়েছে।প্রশাসনিক স্তরে অর্থ দফতর এবং পরিবহন দফতরের বিশেষ সচিব পদেও রদবদল হয়েছে। জেলা প্রশাসনের ক্ষেত্রে মালদহ, বালুরঘাট-সহ একাধিক জায়গায় এসডিও (মহকুমা শাসক) বদল করা হয়েছে। এর পাশাপাশি একাধিক জেলায় ডিএম (জেলাশাসক) এবং এডিএম (অতিরিক্ত জেলাশাসক) পদেও বদল করা হয়েছে।রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটে একাধিক ইন্সপেক্টরকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সিআইডি, স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স , ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এবং ভিজিল্যান্স কমিশনেও আনা হয়েছে নতুন আধিকারিকদের। এ ছাড়া ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, বারাসত, ব্যারাকপুর, বিধাননগর এবং বারুইপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকাতেও একাধিক পদে রদবদল হয়েছে।

## ভুয়ো এসসি শংসাপত্র!

# সিতাইয়ের বিধায়কের বাড়িতে নোটিশ

**নয়া জামানা,কোচবিহার ঃ** সংরক্ষিত আসনে ভুয়ো তফসিলি জাতি (এসসি) শংসাপত্র ব্যবহার করে প্রার্থী হওয়ার অভিযোগে কোচবিহারের সিতাইয়ের বিধায়ক সংগীতা রায়ের বাড়িতে নোটিস পাঠাল ব্লক প্রশাসন। মহকুমা শাসকের নির্দেশে বিডিও এই চিঠি পাঠিয়েছেন। বিডিও অফিসে গিয়ে বিধায়ককে তাঁর এসসি শংসাপত্র যাচাই করাতে হবে বলে নোটিসে জানানো হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আজ, মঙ্গলবারই শংসাপত্র যাচাইয়ের দিন ধার্য করা হয়েছে। তবে এ দিন বিধায়কের কোনও খোঁজ মেলেনি।বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকেই বিজেপি ও জিসিপিএ (গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন)-সমর্থিত প্রার্থী আশুতোষ বর্মা সংগীতা রায়ের বিরুদ্ধে ভুয়ো এসসি শংসাপত্র ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছিলেন। নির্বাচনের পর এই মর্মে মহকুমা শাসকের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগও জানানো হয়। তবে সেখানে কোনও সুরাহা না মেলায় আশুতোষ বর্মা কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। হাই কোর্টে আবেদন জমা পড়ার পরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। মহকুমাশাসকের পক্ষ থেকে বিধায়ককে শংসাপত্র যাচাইয়ের জন্য বিডিও অফিসে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই মতো মঙ্গলবার বিধায়ককে হাজিরা দেওয়ার জন্য তাঁর বাড়িতে নোটিস পাঠানো হয়। নোটিসে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ হাজির হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু বাড়িতে বিধায়ককে না পাওয়ায় প্রশাসনের প্রতিনিধিরা নোটিসটি বাড়ির দেওয়ালে সেঁটে দিয়ে ফিরে আসেন।এ প্রসঙ্গে অভিযোগকারী তথা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া আশুতোষ বর্মা বলেন, নোটিস এখন দেওয়া হয়েছে। তবে নির্বাচনের সময় থেকেই আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি। ভুয়ো এসসি সার্টিফিকেট ব্যবহার করে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু এটি সংরক্ষিত আসন, ওঁর তো নির্বাচনে দাঁড়ানোরই অধিকার নেই।

# ৩৬০টি পুরনো মামলায় ট্রায়াল মনিটরিং অ্যাপ আনছে লালবাজার

**নয়া জামানা,কলকাতা ঃ** শুধু অপরাধীদের গ্রেপ্তার করাই নয়, এবার পুরনো মামলার বিচারপর্বের দিকেও বিশেষ নজর দিচ্ছে লালবাজার। এই লক্ষ্যে বিচারাধীন প্রায় ৩৬০টি পুরনো মামলা বেছে নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। বিচারপর্বের উপর নজরদারি চালাতে এবার একটি 'ট্রায়াল মনিটরিং অ্যাপ' তৈরি করতে চলেছে লালবাজার। সম্প্রতি একটি বৈঠকে এই অ্যাপ নিয়ে আলোচনা করেছেন পুলিশকর্তারা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও অপরাধের পর অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার প্রক্রিয়া চালু রয়েছেই। তবে এখন থেকে দোষীরা যাতে যথাযথ সাজা পায়, সেদিকেও বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। এই লক্ষ্যেই লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগে তৈরি হয়েছে 'ট্রায়াল মনিটরিং সেল'। এই শাখা বিচারের জন্য বেছে নিয়েছে ৩৬০টি পুরনো মামলা। এর মধ্যে এমনও মামলা রয়েছে, যেগুলি মূলত রাজ্য পুলিশের আওতাধীন হলেও আদালতের নির্দেশে বর্তমানে সেই মামলাগুলির দায়িত্ব কলকাতা পুলিশের হাতে রয়েছে।বেছে নেওয়া মামলাগুলির মধ্যে রয়েছে পার্ক স্ট্রিটের অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর ঘটনা এবং ঢাকুরিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে আগুন লেগে বিপুল সংখ্যক রোগীর মৃত্যুর ঘটনার মামলাও।

এ ছাড়া বিভিন্ন থানার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলাও এই তালিকায় রয়েছে, যেগুলির এখনও নিষ্পত্তি হয়নি।বিচারাধীন এই মামলাগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, তদন্তকারী আধিকারিক হয় অবসর নিয়েছেন, নয়তো বদল হয়ে গিয়েছেন। এ ছাড়া বহু মামলায় সাক্ষ্যদান প্রক্রিয়াতেও সমস্যা রয়েছে, সাক্ষীরাও সময়মতো আদালতে হাজিরা দিচ্ছেন না। অনেক মামলায় আবার বিচারপর্ব শুরুর আগে সমস্ত অভিযুক্ত একসঙ্গে আদালতে হাজির না হওয়ায় চার্জ গঠনই সম্ভব হচ্ছে না। এমন নানা কারণে বহু মামলার বিচারপর্ব হয় বিলম্বিত হচ্ছে, নয়তো ধীরগতিতে চলছে।এই সমস্ত মামলায় গতি আনতেই লালবাজার তৈরি করেছে বিশেষ এই বিভাগ। ট্রায়াল মনিটরিং সেলের আধিকারিকরা তদন্তকারী আধিকারিক এবং সরকারি আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করে খতিয়ে দেখছেন, কেন মামলাগুলির বিচারপর্ব ধীরে এগোচ্ছে। এর পাশাপাশি মামলাগুলিতে গতি আনতে নতুন একটি 'ট্রায়াল মনিটরিং অ্যাপ' তৈরির উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন লালবাজারের পুলিশকর্তারা।লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, নতুন এই অ্যাপে বিচারাধীন মামলা সংক্রান্ত সব ধরনের তথ্য থাকবে। থানার পুলিশ আধিকারিক, তদন্তকারী আধিকারিক, ট্রায়াল মনিটরিং সেলের আধিকারিক এবং কলকাতা পুলিশের কর্তাদের মোবাইলে যেমন এই অ্যাপ থাকবে, তেমনই এটি ব্যবহার করতে পারবেন সরকারি আইনজীবী এবং আদালতও।অ্যাপ খুললেই জানা যাবে; প্রত্যেকটি মামলা বর্তমানে কী অবস্থায় রয়েছে।

কতজন সাক্ষী ইতিমধ্যে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং কতজনের সাক্ষ্যগ্রহণ বাকি।মামলায় কতজন অভিযুক্ত এখনও বন্দি এবং কতজন জামিনে মুক্ত।কোন মামলায় এ পর্যন্ত কতগুলি শুনানি হয়েছেএককথায়, বিচারাধীন মামলার সার্বিক অগ্রগতি এখন থেকে এক ক্লিকেই জানা যাবে বলে দাবি লালবাজার সূত্রের। পুলিশকর্তাদের আশা, এই উদ্যোগের ফলে পুরনো ও গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলির বিচারপ্রক্রিয়ায় গতি আসবে এবং দোষীদের সাজা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তা কার্যকরী ভূমিকা নেবে।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 28-07-2026 18:12 Page 2



## অবাক কাণ্ড !

# মাটির নিচে খোঁজ মিলল রহস্যময় দুধের সাগরের

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** পৃথিবীর বুকে এখনও এমন বহু অজানা ও রহস্যময় জায়গা লুকিয়ে রয়েছে, যা সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত অবাক করে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা মাটির গভীরের এক গুহায় এমন এক অদ্ভুত জলাশয়ের সন্ধান পেয়েছেন, যার জল দেখতে একদম খাঁটি দুধের মতো সাদা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোর বিখ্যাত কার্লসবাদ কেভার্নস ন্যাশনাল পার্কের অন্তর্গত লেচুগুইলা গুহার ভিতরে এই বিস্ময়কর আবিষ্কারটি রয়েছে। মাটি বা পাথরের প্রায় শত শত ফুট গভীরে অবস্থিত এই জলাশয়টি মানুষের চোখ থেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রয়েছে। আর তাই বহু বছর ধরে তা একদম বা অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। শুরুতে গবেষকরা এই দৃশ্য দেখে রীতিমতো হতবাক হয়ে যান। দূর থেকে দেখলে মনে হয় কেউ যেন বিশাল কোনও ভূগর্ভস্থ গর্তে কেউ দুধ ঢেলে রেখেছে। তবে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে জানা গিয়েছে যে, এর পিছনে কোনও অলৌকিক বা জাদুকরী কারণ নেই। মূলত প্রাচীন বৃষ্টির জল যখন চুনাপাথরের ছাদ ভেদ করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচে জমা হতে থাকে, তখন সেখানে বিশেষ ধরনের খনিজ উপাদান এবং ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতি ঘটে। এই মাইক্রোবায়াল বা খনিজ মিশ্রণের কারণে জলের রং দুধের মতো ঘণ সাদা দেখায়। এটি এক ধরনের প্রাকৃতিকভাবে তৈরি

অপটিক্যাল ইলিউশন বা দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিবেশগতভাবে অত্যন্ত সুরক্ষিত এই ভূগর্ভস্থ পুলটি কোনও ধরনের বাহ্যিক দূষণ ছাড়াই হাজার হাজার বছর ধরে একইভাবে টিকে রয়েছে। এই আবিষ্কারের ফলে ভূতাত্ত্বিক ও বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ভূগর্ভস্থ ইকোসিস্টেম এবং প্রাচীন মাইক্রোবায়োলজি সম্পর্কে নতুন করে গবেষণা করার সুযোগ পাচ্ছেন। যদিও এই জল পান করা সম্ভব নয় এবং এটি সরাসরি স্পর্শ করাও বারণ, তবুও প্রকৃতির এমন অদ্ভুত ও রহস্যময় রূপ সারা বিশ্বের বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষদের মনে দারুণ কৌতূহল ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।

# রহস্যময় ‘কয়েন ট্রি’

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** ছোটবেলা থেকেই আমরা একটি কথা শুনে বড় হয়েছি, ‘টাকা কি আর গাছে ফলে?’ কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু গাছ রয়েছে, যেগুলো দেখলে সত্যিই মনে হবে গাছের গায়ে যেন টাকা ফলেছে। যদিও বাস্তবে গাছে টাকা জন্মায় না। এই গাছগুলিকে বলা হয় ‘কয়েন ট্রি’ বা মুদ্রার গাছ। এগুলি মূলত মানুষের বিশ্বাস, লোককথা এবং বহু বছরের পুরনো একটি ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসের বিভিন্ন জায়গায় এমন বহু গাছ রয়েছে, যার কাণ্ডে হাজার হাজার কয়েন গেঁথে রাখা হয়েছে। কেউ ১ পেনি, কেউ ২ পেনি, আবার কেউ বড় মুদ্রাও গাছের গায়ে পুঁতে দিয়েছেন। বছরের পর বছর ধরে মানুষ এই কাজ করে আসছেন। ফলে গাছের কাণ্ডের প্রায় পুরো অংশই ধাতব মুদ্রায় ঢেকে গিয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, গাছে যেন টাকাই ফলেছে।ইতিহাসবিদদের মতে, এই প্রথা কয়েকশো বছরের পুরনো। সেই সময় মানুষের বিশ্বাস ছিল, গাছের মধ্যে বিশেষ অলৌকিক শক্তি রয়েছে। কেউ অসুস্থ হলে বা কোনও বড় সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে গাছের কাণ্ডে একটি কয়েন গেঁথে প্রার্থনা করতেন। অনেকেই মনে করতেন, এতে সৌভাগ্য আসে, রোগ সেরে যায় এবং জীবনের বাধা দূর হয়।আরও একটি প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে। অনেকে বলেন, এই গাছে যে কয়েন একবার গেঁথে দেওয়া হয়, তা আর খুলে নেওয়া উচিত নয়। কারণ

তা করলে দুর্ভাগ্য নেমে আসতে পারে। এই বিশ্বাসের কারণেই আজও অধিকাংশ মানুষ গাছের গায়ে থাকা মুদ্রাগুলি স্পর্শ করেন না। বরং নতুন দর্শনার্থীরা নিজেরাও একটি করে কয়েন গেঁথে সেই ঐতিহ্য বজায় রাখেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গাছ বড় হতে থাকে। তখন তার ছাল ও কাঠের বৃদ্ধি মুদ্রাগুলিকে ধীরে ধীরে নিজের ভেতরে টেনে নেয়। ফলে বহু পুরনো কয়েন গাছের শরীরেরই অংশ হয়ে যায়। এই দৃশ্যই সবচেয়ে বেশি অবাক করে পর্যটকদের। বর্তমানে ‘কয়েন ট্রি’ বিশ্বের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ এই গাছ দেখতে যান এবং ছবি তোলেন। তবে পরিবেশবিদদের মতে, গাছের শরীরে ধাতব মুদ্রা পুঁতে দেওয়া গাছের ক্ষতি করতে পারে। তাই এই ঐতিহ্য সম্পর্কে জানুন, কিন্তু নতুন করে কোনও গাছের গায়ে কয়েন গেঁথে তার ক্ষতি করবেন না।একথা পরিষ্কার, গাছে সত্যিকারের টাকা ফলে না। তবে মানুষের বিশ্বাস, ইতিহাস, লোককথা এবং শতাব্দীপ্রাচীন সংস্কৃতির মিলনে তৈরি ‘কয়েন ট্রি’ আজও বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর ও রহস্যময় নিদর্শন।

# এই দেশে একই পুরুষকে ভাগ করেন একাধিক নারীরা ?

সোশ্যাল মিডিয়ার স্ক্রল করতে করতে হঠাৎই কি এমন কোনও খবর আপনার চোখে পড়েছে, যেখানে দাবি করা হচ্ছে যে একটি নির্দিষ্ট দেশে পুরুষের সংখ্যা এতই কমে গেছে যে বাধ্য হয়ে একাধিক নারী একই পুরুষকে ডেট করছেন? ইউরোপের ছোট্ট দেশ লাটভিয়া সম্পর্কে এমনই একটি চাঞ্চল্যকর ও কৌতূহলোদ্দীপক দাবি বর্তমানে ইন্টারনেটে ঝড়ের বেগে ভাইরাল হয়েছে। কিন্তু এই দাবির পেছনে যে

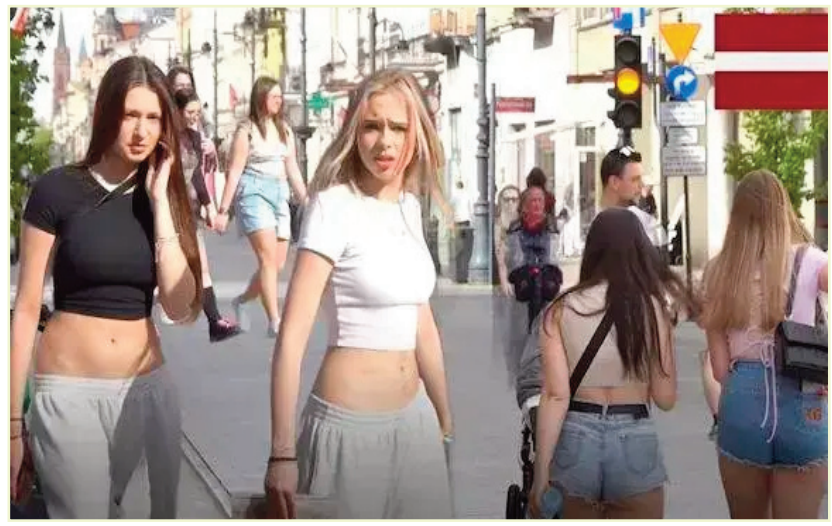

সত্যিটা রয়েছে, তা জানলে চমকে যাবেন!মূলত সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু ভাইরাল পোস্ট এবং মিম থেকেই এই জল্পনার সূত্রপাত। যেখানে দাবি করা হচ্ছে যে, লাটভিয়ায় পুরুষের তীব্র ঘাটতির কারণে মহিলারা বাধ্য হয়ে একই পুরুষকে ভাগ করে নিচ্ছেন বা প্রেমের সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছেন। তবে জেনে রাখা ভাল, এই দাবির পেছনে কোনও সরকারি তথ্য বা প্রামাণ্য সামাজিক ব্যবস্থার সমর্থন নেই। এটি কেবলই সোশ্যালের পাতার এক অতিরঞ্জিত ও ভাইরাল প্রোপাগান্ডা। ডেমোগ্রাফিক তথ্যের দিকে তাকালে দেখা যায়, লাটভিয়ায় পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা কিছুটা বেশি;যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৪ শতাংশ। কিন্তু এই লিঙ্গ অনুপাতের ব্যবধান রাতারাতি তৈরি হয়নি। এর পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ সামাজিক, স্বাস্থ্যগত এবং জনসংখ্যা বিষয়ক কারণ।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ভারসাম্যহীনতার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, পুরুষদের কম আয়ুষ্কাল নারীদের তুলনায় পুরুষদের গড় আয়ু কম হওয়ার প্রবণতা বিশ্বজুড়েই দেখা যায়।স্বাস্থ্যঝুঁকি ও জীবনযাত্রা হৃদরোগ, নানা ধরনের দুর্ঘটনা, অতিরিক্ত ধূমপান এবং মদ্যপানের মতো বদভ্যাস পুরুষদের গড় আয়ুর ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।বয়সের তারতম্য বয়স্ক বা প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে নারীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি দেখা যায়, কারণ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের মৃত্যুর হার বেশি থাকে।জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞরা স্পষ্টতই জানিয়েছেন যে, সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে দাবি করা হচ্ছে মহিলারা বাধ্য হয়ে একই পুরুষকে ডেট করছেন, তা সমাজের আসল ছবিটা ফুটিয়ে তোলে না। হ্যাঁ, এটা সত্যি যে কোনো দেশে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশি হলে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে জীবনসঙ্গী খোঁজার পথ কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে দেশের সিংহভাগ নারী একই পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে আছেন। এটি ইন্টারনেটের সস্তা অপপ্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 28-07-2026 18:12 Page 3



# বারোবিশার শালবাগানে গড়ছে আধুনিক ইকোপার্ক প্রকল্প

**অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ** কুমারগ্রাম বিধানসভার প্রাণকেন্দ্র বারোবিশার দীর্ঘদিনের বকেয়া দাবি অবশেষে পূরণ হতে চলেছে। নগর বন প্রকল্পের আওতায় বারোবিশার ফুসফুস হিসেবে পরিচিত ঐতিহ্যবাহী শালবাগানে তৈরি হতে চলেছে এক আধুনিক ইকোপার্ক। মোট ১১ একর জমির ওপর তৈরি হতে যাওয়া এই পার্কটির জন্য আনুমানিক ৬ কোটি টাকা খরচ হতে পারে। পার্কটি গড়ে উঠলে এই এলাকাটি একটি অন্যতম প্রধান ইকো-ট্যুরিজম হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

মঙ্গলবার রাজ্যের বন ও পরিবেশমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ শালবাগান এলাকা পরিদর্শন করেন এবং সেখানে বন আধিকারিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে একটি মিটিং করেন। বনমন্ত্রী জানান, এই এলাকার মানুষের বহুদিন ধরে একটি নিজস্ব দর্শনীয় স্থানের দাবি ছিল, যা এবার বাস্তবায়িত হতে চলেছে।১১ একর শালবাগান এলাকাটিকে ফেন্সিং বা বেড়া দিয়ে ঘিরে সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হবে। থাকবে চারিধারে সাজানো হাঁটার ট্র্যাক। যোগ ব্যায়ামের জায়গা। পার্কে তৈরি করা হবে একটি কৃত্রিম জলাশয়, যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ছাড়া হবে। রঙ-বেরঙের ফুলের বাগান এবং শিশুদের জন্য বিভিন্ন আধুনিক খেলার সরঞ্জাম। এখানকার ঐতিহ্যবাহী টিয়া পাখিদের সংরক্ষণ এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধির বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হবে। পাখিদের খাদ্যের জন্য লাগানো হবে প্রচুর ফলের গাছ। আনা হবে বিদেশি পাখি।বনমন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাওঁ জানিয়েছেন, এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার জন্য অর্থের কোনো অভাব হবে না। বর্তমানে দ্রুত গতিতে ডিপিপিআর তৈরির কাজ চলছে। আশা করা যাচ্ছে খুব শীঘ্রই পার্কের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে যাবে।

# দেশের অখন্ডতা রক্ষার বার্তা দিতে পথসভার কর্মসূচী

**নয়া জামানা ,বর্ধমান ঃ** শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ কালনা নগর কমিটির পক্ষ থেকে দেশের জাতীয় ঐক্য, অখণ্ডতা ও গৌরব রক্ষার বার্তা তুলে ধরতে শহরে একটি শান্তিপূর্ণ পথসভার আয়োজন করা হয়। কালনা কলেজের সামনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচির আয়োজন করে শিক্ষা সংস্কৃতি সুরক্ষা মঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গ , কালনা নগর।আয়োজকদের টাঙানো ব্যানারে দাবি করা হয়, দেশের ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশবিরোধী শক্তি ও সংগঠন ষড়যন্ত্র করছে। সেই প্রেক্ষিতেই দেশবিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা গড়ে তোলা এবং ভারতের জাতীয় ঐক্য, অখণ্ডতা ও গৌরব রক্ষার আহ্বান জানিয়ে এই পথসভার আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে ছাত্র-যুব, শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী ও জাতীয়তাবাদী নাগরিকদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। আয়োজকদের বক্তব্য, দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

# এআই নজরদারিতে জলদাপাড়ায় হাতির পাল ফেরাল গভীর জঙ্গলে

**নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ** রাত তখন ১২টা ৩২ মিনিট। এআই চালিত নজরদারি ক্যামেরায় ধরা পড়ে একদল হাতির মুভমেন্ট। বনাঞ্চলের সীমানা পেরিয়ে হাতির পালটি ধেয়ে আসছিল সংলগ্ন একটি গ্রামের দিকে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই ভিডিও ফুটেজ চলে যায় জলদাপাড়ার সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুমে।খবর পাওয়ামাত্রই অ্যাকশনে নামেন বনকর্মীরা। মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনদপ্তরের 'র‍্যাপিড রেসপন্স টিম' । দ্রুততার সাথে হাতির দলটিকে আটকে দিয়ে লোকালয়ে ঢোকার আগেই বনের গভীরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এআই প্রযুক্তির নিখুঁত অ্যালার্ট এবং বনকর্মীদের দ্রুত তৎপরতায় মাঝরাতে এড়ানো গেছে বড়সড় দুর্ঘটনা।

# নিরাপত্তা জোরদারে কলকাতায় এএআই-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

**নয়া জামানা, কলকাতা ঃ** এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া-র আঞ্চলিক সদর দপ্তর (পূর্ব অঞ্চল) ২৭শে থেকে ৩১শে জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত কলকাতায় সেফটি ম্যানেজারদের জন্য একটি সেফটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসএমএস) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করছে।এদিন কলকাতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক (এনএসসিবিআই) বিমানবন্দরের আঞ্চলিক নির্বাহী পরিচালক (পূর্বাঞ্চল) শ্রী হরগোবিন্দ মীনা এবং বিমানবন্দর পরিচালক শ্রী বিক্রম সিং যৌথভাবে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।সারাদেশের বিভিন্ন বিমানবন্দর থেকে মোট ২৫ জন অংশগ্রহণকারী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছেন, যার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা মানদণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এএআই বিমান বন্দরগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়নকে শক্তিশালী করা।তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে, আরইডি (ইআর) শ্রী হরগোবিন্দ মীনা, বিমানবন্দর পরিচালনায় নিরাপত্তা ঝুঁকি সক্রিয়ভাবে শনাক্তকরণ ও প্রশমন নিশ্চিত করতে এসএমএস-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, পরিচালনগত নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম অনুশীলনের প্রতি এএআই-এর অঙ্গীকার সমুন্নত রাখার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপকদের ক্রমাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা এনএসসিবিআই বিমানবন্দরের পরিচালক শ্রী বিক্রম সিং তাঁর বক্তব্যে সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানান এবং এই আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে, এই কর্মসূচিতে বিনিময়কৃত শিক্ষা ও সর্বোত্তম অনুশীলনসমূহ সমগ্র এএআই বিমানবন্দর জুড়ে নিরাপত্তা মান উন্নয়নে উল্লেখ যোগ্য অবদান রাখবে।প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নিরাপত্তা নীতি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা প্রচার এবং প্রযোজ্য নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তার উপর মূল মডিউলগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা সেশনগুলো পরিচালনা করছেন।এই উদ্যোগটি একটি শক্তিশালী নিরাপত্তা সংস্কৃতি এবং ক্রমাগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এএআই-এর অঙ্গীকারকে তুলে ধরে।

# বাংলাদেশে পাচারের আগেই ফেনসিডিল সহ গ্রেপ্তার যুবক

নয়া জামানা, সুতি ঃ বাংলাদেশে পাচারের আগেই বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধার করল সুতি থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার গভীর রাতে সুতি থানার পুলিশ নূরপুর কাঁঠালতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০০ বোতল ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করে। ঘটনায় এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মাইমুল হক (৩৫)। তার বাড়ি ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ জেলার শিরকুণ্ডা এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল গুলি বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ আগে থেকেই নজরদারি চালাচ্ছিল।অভিযানের সময় একটি টোটো সন্দেহভাজন ভাবে আটক করে, সেই সময় এক যাত্রী'কে তল্লাশি চালাতেই তার ব্যাগ থেকে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধার হয়। গ্রেপ্তার করা হয় মাইমুল হক'কে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পাচার চক্রের সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা এবং কোথা থেকে এই ফেনসিডিল আনা হয়েছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অন্যদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে সুতি থানার পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার সাত দিনের পুলিশি হেপাজত চেয়ে আদালতে পাঠায় সুতি থানার পুলিশ।

Naya Jamana Evening Edition.....22 July...2026_Layout 1 28-07-2026 18:12 Page 4



# জগজীবনপুরের সেই পাল যুগের
# রহস্যময় বৌদ্ধ মঠের গল্প

এক অখ্যাত গ্রামের অখ্যাত কৃষক। অন্য দিনের মতোই চাষ করছিলেন মাঠে। ঢিবির মতো উঁচু একটা জায়গায় চাষের জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে কোদালে শক্ত একটা কিছু আটকে গেল।

বেরিয়ে এল এক প্রাচীন তাম্রশাসন। তার একেবারে ওপরে খোদাই করা আছে প্রস্ফুটিত পদ্মের ভেতর বৌদ্ধ ধর্মচক্র, ওপরে ছত্র আর দু'দিকে দু'টি হরিণ। পাল রাজবংশের প্রতীক এটি। কৌতূহলে তিনি খুঁড়ে ফেললেন আরও খানিকটা। সেটা ১৯৮৭ সাল। এরপর খবর দিকে দিকে রটে যায়। খোঁজ পেয়ে হাজির হন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার লোকজন। তাঁদের খননকার্যে আবিষ্কার হল এক গোটা বৌদ্ধ মঠ। জায়গাটা এখনকার জগজীবনপুর গ্রামে। জেলা মালদা, ব্লক হাবিবপুর। গোটা অঞ্চল ধানখেত আর জলাশয়ে ভর্তি। চারদিকে বিরাট বিরাট আমবাগান। মালদা স্টেশন থেকে ৪৬ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার সীমান্তে এর অবস্থান। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মহানন্দা আর ট্যাঙ্গন নদী। আর সেই অখ্যাত কৃষক, যিনি প্রথম তাম্রলিপি খুঁজে পেয়েছিলেন, তাঁর নাম জগদীশচন্দ্র গাঁই। গবেষকরা ওই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করেছেন। তাম্রফলকের একদিকে সিদ্ধমাতৃকার লিপিতে খোদাই করা আছে ৪০ লাইন। ৩৩ লাইন আরেক দিকে। প্রত্যেক লাইনে ৫০টি করে অক্ষর রয়েছে। তাম্রফলকের নিচে দেখা যায় শ্রী মহেন্দ্রপাল দেবের নাম। লেখা আছে, সেনাপতি বজ্রদেবের অনুরোধে নন্দদীর্ঘিকা উন্দগ্র নামের এক জায়গায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এই জমি দান করেন সম্রাট মহেন্দ্রপাল। উদ্দেশ্য গৌতম বুদ্ধের উপাসনা এবং ভিক্ষুকদের বসবাস। এভাবেই গড়ে ওঠে একটা মঠ। নাম হয় নন্দদীর্ঘিকা মহাবিহার। সম্রাট মহেন্দ্রপালের রাজত্বের সপ্তম বছরে তাম্রশাসনটি পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির 'কুদ্দাল খাতক'-এর জয়স্কন্ধবার থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পাল সম্রাট দেবপালের ছেলে ছিলেন মহেন্দ্রপাল। নবম শতাব্দীর কোনো এক সময়ে তিনি পাল পাল সাম্রাজ্য শাসন করতেন। আগে মনে করা হত, পাল সম্রাট দেবপালের পর রাজত্ব করতেন প্রথম বিগ্রহপাল। এই তাম্রফলক খুঁজে পাওয়া গেলে প্রমাণিত হয়, মহেন্দ্রপালই ছিলেন দেবপালের পরবর্তী সম্রাট।এখন সেই তাম্রশাসন রাখা আছে মালদা জেলা জাদুঘরে।

জগজীবনপুর গ্রামে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে যে খ ননকার্য চলে, তাতে বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও পাওয়া গিয়েছিল পোড়ামাটির সিলমোহর, টেরাকোটার মূর্তি, পোড়ামাটির পাত্র এবং আরও অনেক কিছু। সেগুলো এখন মালদা জেলা জাদুঘর এবং কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে স্থান পেয়েছে। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

এক অখ্যাত গ্রামের অখ্যাত কৃষক। অন্য দিনের মতোই চাষ করছিলেন মাঠে। ঢিবির মতো উঁচু একটা জায়গায় চাষের জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে কোদালে শক্ত একটা কিছু আটকে গেল। বেরিয়ে এল এক প্রাচীন তাম্রশাসন। তার একেবারে ওপরে খোদাই করা আছে প্রস্ফুটিত পদ্মের ভেতর বৌদ্ধ ধর্মচক্র, ওপরে ছত্র আর দু'দিকে দু'টি হরিণ। পাল রাজবংশের প্রতীক এটি। কৌতূহলে তিনি খুঁড়ে ফেললেন আরও খানিকটা। সেটা ১৯৮৭ সাল। এরপর খবর দিকে দিকে রটে যায়।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।